পশ্চিমবঙ্গ সরকার,
পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন বিভাগ,
৬৩, নেতাজী সুভাষ রোড, জেসপ বিল্ডিং, ১ম তল, কলকাতা - ৭০০০০১।

নং: ১৪৭৬ (১৯) -RD/MIS (Com)/5M-02/07 **তারিখ:২৭.০২.২০০৭**
১./৩/২০০৭

প্রতি-

১) কমিশনার, পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন.

২) জেলাশাসক তথা নির্বাহী আধিকারিক
..... জেলা পরিষদ (সকল)

বিষয় : তথ্যের অধিকার আইন অনুসারে পঞ্চায়েত কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিতব্য তথ্যাবলী

মহাশয়,

তথ্যের অধিকার আইন ২০০৫-এর ৪নং ধারানুসারে বিভিন্ন জন কর্তৃপক্ষকে (public authority) সেই প্রতিষ্ঠান সংক্রান্ত কিছু তথ্য স্বতঃপ্রণোদিতভাবে নিয়মিত প্রকাশ করতে হবে। এ বিষয়ে পূর্বেই আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে। লক্ষ্য করা গেছে, কিছু কিছু সীমাবদ্ধতার কারণে অনেক ক্ষেত্রেই এইসব তথ্যাদি প্রকাশ করা যায় নি। প্রতিটি পঞ্চায়েত প্রতিষ্ঠান যাতে আইনানুযায়ী তথ্যাদি প্রকাশ করতে অসুবিধা বোধ না করে, তার জন্য এই পত্রের সঙ্গে তিনটি নমুনা ঘোষণাপত্র (পঞ্চায়েতের তিনটি স্তরের জন্য পৃথক পৃথক) সংযোজিত হল। আমার অনুরোধ এগুলির যথা প্রয়োজন প্রচার করে, প্রতিটি পঞ্চায়েত যাতে উপযুক্ত ঘোষণাপত্র আনুষ্ঠানিকভাবে প্রকাশ করে তা সুনিশ্চিত করবেন। পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন কমিশনার মহাশয়কে বিশেষ অনুরোধ, তিনি এ বিষয়ে অগ্রগতির প্রতি দৃষ্টি রাখবেন এবং আমাকে অবহিত রাখবেন।

ইতি,

সঙ্গে প্রেরিত হল:
সংযোজনী 'ক', 'খ' ও 'গ'

স্বাক্ষরিত
প্রধান সচিব

নং: ১৪৭৬ (১৯)/১ (৩৬) -RD/MIS (Com)/5M-02/07 **তারিখ:২৭.০২.২০০৭**
১/৩/২০০৭

এই পত্রের প্রতিলিপি অবগতি এবং উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রেরিত হল :

১) সভাধিপতি, ... জেলা পরিষদ (সকল)

২) পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন আধিকারিক, ... (সকল)

স্বাক্ষরিত
প্রধান সচিব

(সংযোজনী-ক)

গ্রাম পঞ্চায়েত কর্তৃক প্রকাশিতব্য তথ্যাদি
(তথ্যের অধিকার আইন ২০০৫ এর ৪নং ধারা দেখুন)

..... গ্রাম পঞ্চায়েত
..... পঞ্চায়েত সমিতি ..... জেলা

(ক) প্রাতিষ্ঠানিক তথ্যসমূহ :

(১) মোট সদস্য সংখ্যা .....
(অ) সরাসরি নির্বাচিত সদস্য .....
(আ) পদাধিকার বলে সদস্য .....

(২) (অ) প্রধান - শ্রী/শ্রীমতি .....
(আ) উপপ্রধান - শ্রী/শ্রীমতি .....

(৩) উপসমিতির পদাধিকারীগণ :
(অ) অর্থ ও পরিকল্পনা উপসমিতি (সদস্য ..... জন) সঞ্চালক - শ্রী/শ্রীমতি .....
(আ) কৃষি ও প্রাণীসম্পদ বিকাশ উপসমিতি (সদস্য ..... জন) সঞ্চালক - শ্রী/শ্রীমতি .....
(ই) শিক্ষা ও জনস্বাস্থ্য উপসমিতি (সদস্য ..... জন) সঞ্চালক - শ্রী/শ্রীমতি .....
(ঈ) নারী, শিশু উন্নয়ন ও সমাজ কল্যাণ উপসমিতি (সদস্য .... জন) সঞ্চালক - শ্রী/শ্রীমতি .....
(উ) শিল্প ও পরিকাঠামো উপসমিতি (সদস্য ..... জন) সঞ্চালক - শ্রী/শ্রীমতি .....

(৪) গ্রাম উন্নয়ন সমিতির পদাধিকারীগণ :

সংসদের নাম	সভাপতি	সচিব	মোট সদস্যসংখ্যা

(৫) গ্রাম পঞ্চায়েত কর্মচারী সংক্রান্ত বিবরণ :

পদ	বেতনক্রম	নাম	দায়িত্ব/কর্তব্য
নির্বাহী সহায়ক			
সচিব			
নির্মাণ সহায়ক			
কর্ম সহায়ক			
সহায়ক			
গ্রাম পঞ্চায়েত কর্মী			
কর আদায়কারী			

(খ) গ্রাম পঞ্চায়েতের কাজ, কর্তব্য, ক্ষমতা :

- **কাজ** : গ্রামপঞ্চায়েতের কাজ এলাকার অর্থনৈতিক উন্নয়ন সাধন এবং সামাজিক ন্যায় প্রতিষ্ঠা করা। এই কাজ করার জন্য গ্রাম পঞ্চায়েত একটি পাঁচ বছরের সার্বিক পরিকল্পনা এবং তার ভিত্তিতে অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়নের জন্য বার্ষিক পরিকল্পনা প্রণয়ন করবে ও তার রূপায়ণ করবে।

- **কর্তব্য** : আইনানুসারে গ্রাম পঞ্চায়েতের আবশ্যিক কর্তব্য হল :
  বর্জ্যপদার্থ নিষ্কাশনসহ নিকাশী ব্যবস্থা, মহামারীসহ বিভিন্ন রোগ প্রতিরোধের জন্য সম্ভাব্য ব্যবস্থা নেওয়া, পানীয় জলের ব্যবস্থা, সর্বসাধারণের রাস্তা রক্ষণাবেক্ষণ, অন্যান্য সাধারণ সম্পত্তি তদারকি, এলাকার উন্নয়নের জন্য সামাজিক উদ্যোগ সৃষ্টি, আইনানুযায়ী প্রাপ্তব্য কর, অভিকর, ফি ইত্যাদি নির্ধারণ এবং আদায় ইত্যাদি।

  অন্যান্য কর্তব্যগুলি হল :
  প্রাথমিক, সামাজিক, বয়স্ক, প্রথাবর্হিভূত শিক্ষা, গ্রামীণ স্বাস্থ্য ব্যবস্থা, সাধারণ ফেরী ব্যবস্থা, সেচ ব্যবস্থা, কৃষি এবং কৃষিসম্পর্কিত কাজকর্ম, গবাদিপশুর উন্নয়ন, পতিত জমি উদ্ধার, সামাজিক বনসৃজন, সমবায় ব্যবস্থা প্রসার, গ্রামীণ আবাস ও বৈদ্যুতিকরণ ইত্যাদি (যতখানি সরকার কর্তৃক আরোপিত হয়েছে), স্বাস্থ্য উপকেন্দ্রের রক্ষণাবেক্ষণ।

  গ্রামপঞ্চায়েতের আর্থিক সংস্থান সাপেক্ষে যে কাজগুলি করতে পারে তা হল', রাস্তায় আলো, বৃক্ষরোপণ, পুকুর খনন, সমবায় সমিতি গঠন, হাট, বাজার, মেলা ইত্যাদি সংগঠন, পশুখামার, হাস-মুরগি পালন ও মৎস্যচাষ, দারিদ্র দূরীকরণে ব্যবস্থাগ্রহণ, গ্রন্থাগার স্থাপনসহ ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানাদি, সামাজিকভাবে পিছিয়ে পড়া, প্রতিবন্ধী ইত্যাদি মানুষের কল্যাণ, আইন শৃঙ্খলা রক্ষায় সহায়তা, সেন্সাস সংক্রান্ত কাগজপত্রাদি সংরক্ষণ, ইত্যাদি।

- **ক্ষমতা** :
  - গ্রাম পঞ্চায়েত তার দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনের জন্য সরকার বা অন্যান্য সূত্র থেকে প্রাপ্ত অর্থ ব্যবহার তো করতে পারেই - তাছাড়া উপবিধি প্রণয়ন করে নিজস্ব সম্পদ সংগ্রহ করতে পারে (কর, অভিকর, শুল্ক, ফি ইত্যাদির মাধ্যমে)।

- পঞ্চায়েতের আইন ও বিধি অনুসারে তার এলাকায় কোনো গৃহ বা অন্য নির্মাণ কার্য, তাদের সংস্কার, পরিবর্তন, পরিবর্ধন নিয়ন্ত্রণ করতে পারে।

- স্যানিটেশন ব্যবস্থা রক্ষা এবং তার উন্নয়নে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া বা এলাকার মানুষকে নিতে বাধ্য করা।

- এলাকাধীন রাস্তাঘাট, জলপথ, জলাশয় সংরক্ষণ, উন্নয়ন এবং উপযুক্ত ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ করা।

- জলের উৎস পরিষ্কার রাখার ব্যবস্থা করা এবং দূষণ প্রতিরোধ সুনিশ্চিত করা।

- মহামারী প্রতিরোধ এবং নিয়ন্ত্রণে যাবতীয় ব্যবস্থা গ্রহণ।

- এই সমস্ত কাজের জন্য দায়ী ব্যক্তির কাছ থেকে আর্থিক ক্ষতিপূরণ আদায়।

(গ) গ্রাম পঞ্চায়েত-এ সিদ্ধান্ত গ্রহণের পদ্ধতি :

- গ্রাম পঞ্চায়েতের যে কোনো সিদ্ধান্তই এর সাধারণ সভায় গৃহীত হবে। সিদ্ধান্তগুলি সর্বসম্মত হওয়াই বাঞ্ছনীয় হলেও, প্রয়োজনে সংখ্যা গরিষ্ঠতায় সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে।

- উন্নয়নমূলক কাজকর্মের বিষয়ে প্রাথমিকভাবে সংশ্লিষ্ট উপসমিতিগুলিতে আলোচনা হবে এবং তাদের পরামর্শ অনুযায়ী গ্রাম পঞ্চায়েতে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে।

- এলাকাভিত্তিক ছোট কাজকর্মগুলি গ্রাম উন্নয়ন সমিতির সিদ্ধান্ত এবং অগ্রাধিকার সর্বাধিক গুরুত্ব পাবে। ব্যক্তিগত সুবিধাভোগী নির্বাচনে গ্রাম উন্নয়ন সমিতির সিদ্ধান্ত এবং অগ্রাধিকার, সুনির্দিষ্ট কারণ ছাড়া অগ্রাহ্য হবে না। অগ্রাধিকারের ক্রম বদল হবে না।

- গ্রাম উন্নয়ন সমিতিগুলি যথাসম্ভব খোলাখুলি আলোচনার মাধ্যমে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে।

- গ্রাম উন্নয়ন সমিতির বা উপসমিতির কোনো সিদ্ধান্ত/পরামর্শ গ্রহণযোগ্য না মনে করলে তার উপযুক্ত কারণ জানাতে হবে।

- কোনো রকম জরুরী প্রয়োজনে, যখন সভা ডেকে আলোচনা করে সিদ্ধান্ত নেওয়ার সুযোগ থাকে না তখন সীমিতভাবে প্রধান তাৎক্ষণিক সিদ্ধান্ত নিতে পারেন, যা পরবর্তী সভায় অনুমোদিত হতে হবে। জরুরী প্রয়োজনে প্রধান মাত্র তিন দিনের নোটিশে সভা ডাকতে পারেন।

- গ্রাম পঞ্চায়েতের বাজেট, আয় ও ব্যয় সংক্রান্ত যাবতীয় সিদ্ধান্ত অর্থ ও পরিকল্পনা উপসমিতির অনুমোদনক্রমে গৃহীত হবে। যদি বাজেটে অনুমোদিত হয়ে থাকে এবং সংশ্লিষ্ট খাতে তহবিল মজুত

থাকে, তা হলে ১ (এক) লক্ষ টাকা পর্যন্ত অর্থমূল্যের প্রকল্প অর্থ ও পরিকল্পনা উপসমিতি রূপায়ণ করতে পারবে, অন্য উপসমিতির ক্ষেত্রে এই সীমা ২৫ (পঁচিশ) হাজার টাকা পর্যন্ত।

(ঘ) কাজকর্ম তদারকির বিধান :

- গ্রাম পঞ্চায়েতের সকল কাজ গ্রাম পঞ্চায়েতের তদারকিতে হবে। প্রধানসহ সকল সদস্য এবং কর্মী, কাজের গুণগতমান, অর্থের সদ্ব্যবহার এবং কাজের প্রত্যাশিত সুফল এগুলি পরিদর্শনের অধিকারী।

- এ ছাড়াও সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক (বিডিও), যুগ্ম সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক, পঞ্চায়েত উন্নয়ন আধিকারিক, পঞ্চায়েত অডিট ও একাউন্টস অফিসার গ্রাম পঞ্চায়েত হিসাবপত্র, কাজকর্ম তদারকি করতে পারেন। বিডিও অফিসের অন্যান্য আধিকারিকগণ নিজ নিজ দপ্তরের কাজ যদি গ্রাম পঞ্চায়েতকে দেওয়া হয়ে থাকে, তা তদারকি করতে পারেন।

- একই কথা প্রযোজ্য জেলা পরিষদের নির্বাহী আধিকারিক তথা অন্যান্য আধিকারিক সম্বন্ধে। রাজ্য সরকারের পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন দপ্তরের আধিকারিকরাও তদারকি ও পরিদর্শন করতে পারেন।

- গ্রাম পঞ্চায়েতের কাজ তদারকি করার অধিকার সংশ্লিষ্ট পঞ্চায়েত সমিতি ও জেলা পরিষদেরও আছে।

(ঙ) গ্রাম পঞ্চায়েতের দায়বদ্ধতা :

- আইন, বিধি, উপবিধি মেনে দায়িত্ব/কর্তব্য পালনে গ্রাম পঞ্চায়েতগুলির দায়বদ্ধতা যেমন আছে, তেমনি আছে, হিসাবপত্রসহ সকল নথীপত্র নিরীক্ষার জন্য উপস্থাপন করার।

- পঞ্চায়েত অডিট এবং একাউন্টস আধিকারিক, গ্রাম পঞ্চায়েত এর হিসাব প্রতি তিন মাসে নিরীক্ষা করবেন এবং প্রতিবেদন দেবেন। একজামিনার অব লোকাল একাউন্টস, হিসাবপত্রের বার্ষিক নিরীক্ষা করবেন। উদঘাটিত ভুল, ত্রুটির সংশোধন করা গ্রাম পঞ্চায়েত-এর কর্তব্য।

- এছাড়া গ্রামসংসদ এবং গ্রাম সভার সভায় হিসাবপত্র সহ সকল কাজকর্মের বিবরণ জনসমক্ষে উপস্থাপন করতে হবে।

- জেলা কাউন্সিলের চাহিদামত সকল তথ্য তাঁদের কাছে উপস্থাপন করতে হবে।

(চ) সর্বসাধারণের জন্য উপরে উল্লিখিত তথ্যাদি ছাড়াও নিম্নলিখিত বিষয়গুলিও প্রকাশ করতে হবে :

- গ্রাম সভা ও গ্রাম সংসদ বিগত অন্তত দুটি সভার কার্য বিবরণী।

- গ্রাম পঞ্চায়েত-এর বাজেট ও বার্ষিক পরিকল্পনা।

- কর সহ নিজের উৎস আয়ের লক্ষ্যমাত্রা এবং প্রকৃত আদায়।

- বিগত অন্তত দুই বৎসর দ্বাদশ অর্থ কমিশন এবং রাজ্য অর্থ কমিশনের সুপারিশে প্রাপ্ত অর্থ।

- দারিদ্র সীমার নীচে বসবাসকারী পরিবারের তালিকা সহ, অন্নপূর্ণা অন্নযোজনা, অন্ত্যোদয় অন্নযোজনা ও বার্ধক্যভাতাপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের তালিকা।

- জমি, রাস্তা, পুকুর, গাছপালা, হাট, ইত্যাদি সহ সম্পত্তির তালিকা এবং তাদের মূল্যায়ন।

- উপরোক্ত সম্পত্তিগুলি লীজ দেওয়া থাকলে, লীজগ্রহীতার নাম এবং অন্যান্য তথ্য।

- প্রতি ছয়মাসে নবীকৃত জন্ম ও মৃত্যু পঞ্জীকরণের তথ্য, রেশন কার্ডের জন্য, তপশীলি জাতি, উপজাতিদের শংসাপত্রের জন্য প্রদত্ত অনুমোদনের তালিকা।

- পঞ্জীকৃত ঠিকাদারদের তালিকা।

(ছ) যে সকল তথ্য চাহিদা অনুসারে সরবরাহ করার জন্য সদা প্রস্তুত রাখতে হবে :

- সাপ্লিমেন্টারী বাজেট সহ গ্রাম পঞ্চায়েতের বাজেট।

- গ্রাম পঞ্চায়েত কর্তৃক প্রাপ্ত সকল অর্থ বরাদ্দের বিস্তারিত তথ্য।

- বার্ষিক আয়-ব্যয়ের হিসাব।

- গ্রাম পঞ্চায়েত-এর উপবিধি (বাই-ল), কর নির্ধারণ তালিকা।

- অডিট রিপোর্ট এবং তার উত্তর।

- গ্রাম পঞ্চায়েতের সভার এবং উপসমিতিগুলির সভার কার্য বিবরণী।

- জন্ম, মৃত্যু রেজিস্টার।

- গ্রাম পঞ্চায়েত রূপায়ণ করছে এমন কর্মসূচী বা প্রকল্পের শর্তাবলী ও নির্দেশাবলী।

- রূপায়িত হচ্ছে এমন প্রকল্পের প্ল্যান ও এস্টিমেট।

- মাস্টার রোল।

- সরকার, জেলা পরিষদ বা পঞ্চায়েত সমিতি থেকে প্রাপ্ত দরকারী নির্দেশাবলী।

- নির্ধারিত কর দেয়নি এমন ব্যক্তিদের তালিকা।

- সম্পাদিত সকল লীজ চুক্তি।

- গ্রাম পঞ্চায়েত-এর সম্পত্তির রেজিস্টার।

(জ) গ্রাম পঞ্চায়েতের নীতি, কর্মসূচী ইত্যাদি নির্ধারণে পারস্পরিক আলোচনার ক্ষেত্র :

- সামগ্রিকভাবে গ্রাম পঞ্চায়েতে নীতি বা কর্মসূচী প্রণয়ন ও রূপায়ণে জনপ্রতিনিধিদের সঙ্গে আলোচনা এবং পরামর্শ করার ক্ষেত্র গ্রাম পঞ্চায়েত-এর সভাগুলি।

- ক্ষেত্রভিত্তিক বিস্তারিত আলোচনা গ্রাম পঞ্চায়েতের উপসমিতিতে হয়ে থাকে; সরাসরিভাবে জনসাধারণের সঙ্গে আলোচনার ক্ষেত্র গ্রাম সভা এবং গ্রাম সংসদের সভাগুলিতে।

- জনসাধারণের সঙ্গে আরও ছোটদলে নিবিড় আলোচনা হয় গ্রাম উন্নয়ন সমিতির মাধ্যমে।

(ঝ) গ্রাম পঞ্চায়েত দ্বারা রূপায়িত কয়েকটি প্রধান কর্মসূচী :

প্রকল্প নাম	প্রকল্প শর্তাবলী	রূপায়ণের ধরণ	মন্তব্য
১) সম্পূর্ণ গ্রামীণ রোজগার যোজনা (প্রযোজ্য না হলে বাদ দিন)	(ক) খাদ্য নিরাপত্তা সহ কর্মসংস্থান। (খ) সম্পদ সৃষ্টির মাধ্যমে পরিকাঠামো উন্নয়ন। (গ) সরকার নির্ধারিত ন্যূনতম মজুরী (অদক্ষ - ৬৮ টাকা, অর্ধদক্ষ - ১০২ টাকা, দক্ষ - ১৩৬ টাকা) নগদ ও খাদ্যশস্য মিলে প্রদান। (ঘ) বরাদ্দের অন্তত ২২.৫% তপশীলি উপজাতিভুক্তদের ব্যক্তিগত উপকারদায়ী প্রকল্পে ব্যয়।	গ্রাম পঞ্চায়েত সরাসরি রূপায়ণ করবে। কোনও ঠিকাদার থাকবে না। স্বনির্ভর দল / গ্রাম উন্নয়ন সমিতি গ্রাম পঞ্চায়েত-এর হয়ে কাজ করতে পারে।	

প্রকল্প নাম	প্রকল্প শর্তাবলী	রূপায়ণের ধরণ	মন্তব্য
২) জাতীয় গ্রামীণ কর্মসুনিশ্চিতকরণ প্রকল্প (প্রযোজ্য না হলে বাদ দিন)	(ক) পঞ্জীকৃত কর্মপ্রার্থীদের চাহিদার ভিত্তিতে অন্তত ১০০ দিনের কাজ এক বছরে দিতে হবে। (খ) নির্ধারিত ন্যূনতম মজুরী (৬৮ টাকা নগদ ও খাদ্যশস্য মিলে) দিতে হবে। (গ) খাদ্য নিরাপত্তা সহ সম্পদ সৃষ্টি। (ঘ) কর্মপ্রার্থীকে তার বাড়ীর ৫ কি.মি. এর মধ্যে লিখিত আবেদনের ১৫ দিনের মধ্যে কাজ দিতে হবে।	গ্রাম পঞ্চায়েত সরাসরি রূপায়ণ করবে। কোনও ঠিকাদার থাকবে না। স্বনির্ভর দল / গ্রাম উন্নয়ন সমিতি গ্রাম পঞ্চায়েত-এর হয়ে কাজ করতে পারে।	
৩) ইন্দিরা আবাস যোজনা	(ক) দারিদ্র সীমারেখার নীচে বসবাসকারী ব্যক্তিদের জন্য আবাস প্রকল্প। (খ) গৃহহীনদের নতুন গৃহ নির্মাণের এবং অন্যদের ভগ্নপ্রায় গৃহের সংস্কারের জন্য যথাক্রমে ২৫০০০ টাকা এবং ১২৫০০ টাকা অনুদান প্রদেয়। (গ) সুবিধাভোগীদের নির্বাচন এবং তাদের অগ্রাধিকার গ্রামসভায় নির্ধারিত হয়, বিশেষ কারণ না দেখিয়ে এর অমান্য হবে না। (ঘ) তপশীলিজাতি, উপজাতিদের জন্য লক্ষ্যমাত্রা আলাদাভাবে নির্দিষ্ট হবে। (ঙ) নির্মিত গৃহের মালিকানা মহিলাদের নামে হওয়া বাঞ্ছনীয়।	অর্থ সুবিধাভোগীদের দুই কিস্তিতে সরাসরি দেওয়া হবে। প্রথম কিস্তির টাকা সদ্ব্যবহার হলেই দ্বিতীয় কিস্তি ছাড়া হয়।	

প্রকল্প নাম	প্রকল্প শর্তাবলী	রূপায়ণের ধরণ	মন্তব্য
৪) জাতীয় বার্ধক্যভাতা প্রকল্প	(ক) ৬৫ বৎসর বা তার বেশী বয়সী দারিদ্রসীমার নীচের সম্বলহীন নরনারী এই প্রকল্পের আওতায় আসার যোগ্য। (খ) মাসিক ..... টাকা ভাতা দেওয়া হবে। (গ) প্রাপকের সংখ্যা গ্রাম পঞ্চায়েতের কোটার উপর নির্ভরশীল। (ঘ) প্রাপকদের নির্বাচন এবং অগ্রাধিকার সংসদ সভায় হবে। এর ব্যতিক্রম কারণ না দেখিয়ে করা যাবে না।	গ্রাম পঞ্চায়েতের জন্য নির্দিষ্ট সংখ্যা অনুসারে সংসদ থেকে সুপারিশকৃত ব্যক্তিদের অগ্রাধিকার গ্রাম পঞ্চায়েত করে বি.ডি.ও.-র অনুমোদন পাওয়া গেলে অর্থ সাহায্য দেওয়া যাবে।	
৫) জাতীয় পারিবারিক সহায়তা প্রকল্প	(ক) মৃত ব্যক্তিকে ১৮-৬৫ বছর বয়সের মধ্যে এবং দারিদ্রসীমার নীচে অবস্থানকারী হতে হবে। (খ) মৃত ব্যক্তিকে পরিবারের প্রধান উপার্জনকারী হতে হবে। (গ) এককালীন সহায়তা ১০০০০ টাকা মঞ্জুর করবেন বি.ডি.ও.। (ঘ) আত্মহত্যার ঘটনা হলে এই সহায়তা পাওয়া যায় না।	মৃতব্যক্তির পরিবার থেকে আবেদন পাওয়ার পর গ্রাম পঞ্চায়েত-এর যোগ্যতা যাচাই করে তা সুপারিশ করে পাঠাবেন, বি.ডি.ও.-র কাছে অনুমোদনের জন্য।	

প্রকল্প নাম	প্রকল্প শর্তাবলী	রূপায়ণের ধরণ	মন্তব্য
৬) অন্নপূর্ণা অন্নযোজনা	(ক) ৬৫ বৎসর বা তার বেশী বয়স্ক বৃদ্ধ/বৃদ্ধা যারা একেবারে নিঃসহায় তাদের জন্য মাসে দশ কিলোগ্রাম খাদ্যশস্য বিনামূল্যে দেওয়া হয়।	সংসদে সুবিধাভোগী নির্বাচন হবে কোটাঅনুসারে, গ্রাম পঞ্চায়েত-এর সুপারিশে খাদ্য নিয়ামক এর অনুমোদন দেবেন।	
৭) অন্ত্যোদয় অন্নযোজনা	(ক) দারিদ্রসীমার নীচে অবস্থিত পরিবারগুলির মধ্যে দরিদ্রতম পরিবারেরা সর্বোচ্চ ৫ জন পর্য্যন্ত মাসে ৭ কেজি খাদ্যশস্য (চাল বা গম) দেওয়া হয়। চালের দাম ৩ টাকা এবং গমের ২ টাকা কেজি প্রতি।	গ্রাম সংসদ সভায় চূড়ান্ত হওয়া নাম গ্রাম পঞ্চায়েত-এর সুপারিশে খাদ্য নিয়ামক অনুমোদন করলে খাদ্যশস্য বিতরণ শুরু হবে প্রতি সপ্তাহে।	
৮) ভূমিহীন কৃষি শ্রমিকদের ভবিষ্যনিধি (প্রফলাল)	(ক) ৫০ শতকের বেশী জমি নেই এমন ভূমিহীন কৃষি শ্রমিক এর সুযোগ পাবেন। (খ) ১৮-৫০ বছর বয়সী হতে হবে। (গ) প্রতি মাসে ১০ টাকা করে জমা দিতে হবে। একই টাকা সরকার দেবেন, মোট জমার উপর সুদ পাওয়া যাবে। (ঘ) যে কোনো সময় প্রকল্প থেকে বেরিয়ে আসা যায়, অন্যথায় ৫০ বছর হলে সুদ সহ মোট জমা টাকা ফেরত হবে। (ঙ) কারও মৃত্য হলে মনোনীত উত্তরাধিকারী জমা টাকা পাবেন।	নির্ধারিত ফর্মে গ্রাম পঞ্চায়েত-এর কাছে দরখাস্ত করতে হবে। জমি পরিমাণ সম্পর্কে ভূমি আধিকারিকের সার্টিফিকেট প্রয়োজন।	

(ঞ) বিশেষভাবে প্রদত্ত সুবিধা, অধিকার বা সুযোগ প্রাপ্তদের তালিকা :

(প্রয়োজন মত পূরণ করুন)

প্রাপকের নাম	কি সুবিধা দেওয়া হয়েছে	কি উদ্দেশ্যে দেওয়া হয়েছে	কত তারিখের সভায় সিদ্ধান্ত হয়

(ট) গ্রাম পঞ্চায়েত সংক্রান্ত কোনো তথ্য জানতে গেলে কার কাছে আবেদন করবেন :

(১) তথ্য আধিকারিক শ্রী ..... সচিব

(২) আপীল কর্তৃপক্ষ শ্রী ..... নির্বাহী সহায়ক

(ঠ) গ্রাম পঞ্চায়েত পরিচালনায় অনুসৃত আইন, বিধি ইত্যাদি :

(১) পশ্চিমবঙ্গ পঞ্চায়েত আইন ১৯৭৩ (যথা সংশোধিত)

(২) পশ্চিমবঙ্গ পঞ্চায়েত (গ্রাম পঞ্চায়েত প্রশাসন) বিধি ২০০৪

(৩) পশ্চিমবঙ্গ পঞ্চায়েত (গ্রাম পঞ্চায়েত বিবিধ হিসাব ও অডিট) বিধি ১৯৯০

(৪) পশ্চিমবঙ্গ পঞ্চায়েত (গ্রাম পঞ্চায়েত বাজেট ও অ্যাপ্রোপ্রিয়েশন) বিধি ১৯৯৬

(৫) পশ্চিমবঙ্গ পঞ্চায়েত (গঠন) বিধি, ১৯৭৫ (যথা সংশোধিত)

(৬) পশ্চিমবঙ্গ পঞ্চায়েত (সদস্যদের নির্দিষ্ট ভ্রমণ ভ্রাতা বিধি) ১৯৭৯

(৭) পশ্চিমবঙ্গ পঞ্চায়েত (উপবিধি প্রকাশ) বিধি ১৯৮৬

(৮) মৃত্যু তথা অবসরকালীন সুযোগ সুবিধা প্রকল্প ১৯৮৫ কর্মচারীদের জন্য

(৯) প্রভিডেন্ট ফান্ড প্রকল্প (কর্মচারীদের জন্য) ১৯৯১ ।